যুগান্তর

তারিখ · 14 DEC 2015
পৃষ্ঠা ··০২··· কলাম···৫···

মানিকগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচন

মাদ্রাসায় পরীক্ষা এগিয়ে আ'লীগ প্রার্থীর ভূরিভোজের আয়োজন

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

মানিকগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত মেয়র প্রার্থী মো. রমজান আলী শহরের ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসায় বিশাল এক ভূরিভোজসহ নির্বাচনী মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন। পৌর এলাকার বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসার ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের এ ভূরিভোজে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এজন্য ওই মাদ্রাসার রোববারের পরীক্ষার নির্ধারিত সময়সূচি ১০টার পরিবর্তে এগিয়ে এনে ৮টায় করা হয়। খাবারের তালিকায় রাখা হয়েছিল ভাত, রুইমাছ, গরুর মাংস আর দই।

ওই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ মুসা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, পৌর মেয়রের পক্ষ থেকে নির্বাচনী দোয়া মাহফিল, মতবিনিময় সভা ও খাবারের আয়োজন করা হয়। তিনি বলেন, তার প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হচ্ছেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালেক স্বপন। তার মনোনীত প্রতিনিধির মৌখিক নির্দেশে বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় তলার শ্রেণীকক্ষের ভেতরেই এ আয়োজন করা হয়েছে। চলে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত। মোহাম্মদ মুসা আরও বলেন, পৌর এলাকার বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসার ইমাম ও মুয়াজ্জিন মিলে দুই থেকে আড়াইশ' লোক এ নির্বাচনী আলোচনা ও নিমন্ত্রণে অংশ নেন।

তবে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী মো. রমজান আলী সাংবাদিকদের বলেন, তিনি কোনো নির্বাচনী আচরণ ভঙ্গ করেননি। তিনি উল্টো বলেন, হুজুররাই খাবারের আয়োজন করেছেন। তিনি মেহমান হয়ে এসেছেন মাত্র।

ইমামদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় সরকারি দলের প্রার্থী রমজান আলী বলেন, দয়া করে আমাকে ভোট দিন, তাতে নৌকায় ভোট পড়বে। তিনি খাবার বিতরণ নিজে তদারকি করেন। এ সময় পৌরসভার কর্মচারী জাহাঙ্গীর হোসেনসহ অনেকেই খাবার বিতরণ করেন। এ বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির মেয়র প্রার্থী মো. নাসির উদ্দিন আহম্মেদ যাদু বলেন, শাসক দলের প্রার্থী প্রতিনিয়তই আচরণবিধি লংঘন করলেও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। অথচ তার কোনো ধরনের ন্যূনতম ত্রুটি হলেই ধমক দেয়া হচ্ছে। মাদ্রাসা সূত্রে জানা গেছে, ভূরিভোজের কারণে রোববারের সব পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দুই ঘণ্টা এগিয়ে আনা হয়। রোববারের পরীক্ষার মধ্যে ছিল নবম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত, জীববিজ্ঞান, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর ছিল সাধারণ বিজ্ঞান।

অপরদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গাজী কামরুল হুদা সেলিম বলেন, এসব দেখার দায়িত্ব সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের। তিনি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করার পর আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানান। সাংবাদিকরা এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

এদিকে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. মুনীর হোসাইন প্রার্থীদের আচরণবিধি প্রসঙ্গে বলেন, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো ধরনের সভা কিংবা খাবারের আয়োজন করতে পারেন না। যদি কোনো প্রার্থী করে থাকেন, তাহলে তা নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের শামিল হবে। এক্ষেত্রে সতর্ক কিংবা অর্থ জরিমানার বিধান রয়েছে। মানিকগঞ্জ পৌর নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) গাজী মো. আসাদুজ্জামান কবীর সাংবাদিকদের বলেন, এক মেয়র প্রার্থীর বিরুদ্ধে আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ পেয়ে একজন ম্যাজিস্ট্রেট পাঠানো হলে ঘটনাস্থলে প্রার্থী কিংবা সমর্থক কাউকে পাওয়া যায়নি।